R. N. No. 2532/57 Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
১লা নভেম্বর, ১৯৭৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

বন্যাত্রাণে দলবাজির অভিযোগ নিয়ে প্রকাশ্য তদন্ত হোক

নিজস্ব সংবাদদাতা : বন্যায় যখন জনপদ ভাসছে, সাহায্যের আশায় দুর্গত মানুষ যখন দিন গুণছেন, ঠিক তখনই সরকারী ত্রাণসামগ্রী নিয়ে প্রকাশ্য দলবাজির অভিযোগ উঠছে। শুধু বিরোধী দলগুলোই নয়, ক্ষমতাসীন শরিক দলের মধ্য থেকেও এই অভিযোগ উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে বন্যাত্রাণে দলবাজির অভিযোগ নিয়ে প্রকাশ্য তদন্তের দাবি সোচ্চার হচ্ছে। জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রামাঞ্চল থেকে এই ধরনের একাধিক অভিযোগ আসা সত্ত্বেও স্থানীয় প্রশাসন নীরব থেকেছেন। ব্লক অফিসগুলোতে রাজনৈতিক নেতারা খুঁটি গেড়ে অবাধে স্বেচ্ছাচার চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগটি এসেছে রঘুনাথগঞ্জ দু' নম্বর ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রামসভা থেকে। সেখানে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে বলে প্রকাশ। সি পি এম থেকে নির্বাচিত কয়েকজন সদস্য এই গ্রামে ত্রাণকার্যে লিপ্ত রয়েছেন। অভিযোগ প্রাপকদের না দিয়ে ভুয়া নামে প্রতিদিন ১৫টি করে টোকেনে কয়েক কুইন্ট্যাল গম তোলা হয়েছে। এবং রাজ্য ও জেলার বাইরে কর্মরত কিছু ব্যক্তির নামে ত্রাণসামগ্রী বন্টনের হিসেব দেখানো হয়েছে প্রকাশ, অভিযোগ করার অপরাধে একজন যুবককে মেরে গ্রামছাড়া করারও হুমকি দেওয়া হয়েছে। ৩৫৭ থেকে ৩৭৯ নম্বরযুক্ত টোকেনগুলিতে নাকি এই ধরনের কিছু ব্যক্তির নামে ত্রাণ বন্টন করা হয়েছে। এই গ্রামে বহু পরিমাণ গম, ত্রিপল প্রভৃতি এক শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মী নিজেদের কাজে লাগিয়েছেন। বেছে বেছে পার্টির লোকদের ত্রাণ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কানুনগোর কাজে আদিবাসী বাস্তুহারা

সাগরদীঘি, ১ নভেম্বর—এই থানার ৪৫নং জে এল-এর হাটপাড়া মৌজায় ১৮ ঘর আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাস। তাই ভারত সরকার এই মৌজাটিকে অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এনেছেন। এখানে বংশানুক্রমে যে সমস্ত আদিবাসী সাঁওতাল বাস করে, তাদের মধ্যে ৮০ দাগে মুনসী হেমব্রম, ৭৬ দাগে ভীম হাসদা ও ৭৫ দাগে সুপল মারডির বাস। খবরে প্রকাশ, কানুনগো সম্প্রতি ৮০ দাগ দোগাছি গ্রামের খাবুরুদ্দিন সেখ, ৭৬ দাগ রাজবল্লভ মাঝি ও ৭৫ দাগ যুগল ঘোষের নামে মাঠ খসড়া করেছেন। কানুনগোর ওই কাজে আদিবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়। গ্রামের নেতা রমেন মাঝি তাদের হয়ে হলকা ক্যাম্পে তীব্র প্রতিবাদ জানালে ৭৫ দাগ গ্রামের মোড়ল সুপল মারডির নামে রেকরড করা হয়। কিন্তু বাকী দু'জন এখনও বাস্তুভূমি থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। গ্রামবাসীরা প্রকৃত জরিপের দাবি জানাচ্ছেন।

দ্বৈত ভূমিকায় গ্রাম্য দেবতা বিন্তমাতার মূর্তি

হিলোড়া, ৩১ অকটোবর—মুর্শিদাবাদ-বীরভূমের সীমান্ত অঞ্চল হিলোড়া জাজিগ্রামের গ্রাম্য দেবতা বিন্তমাতার ভ্রূণ হত্যার ঘটনা ঘটার পর ২৫ অকটোবর সরকারী তরফে বিচার বসে। যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, জামিনে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণের পক্ষ থেকে লড়ছেন এমন চারজন গ্রামবাসী বিন্তমাতার ভ্রূণ হত্যার দিন তাঁদের উপর হামলার অভিযোগে ৪৩ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। অন্যতম অভিযুক্ত হরিসদয় মজুমদার দীর্ঘদিন ধরে বিন্তমাতা গড়ে আসছেন বলে তাঁরই মূর্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা আছে—এই মর্মে মহেশপুর রাজবাড়ী থেকে পরোয়ানা নিয়ে এসে নতুন করে ঠাকুরে মাটি দিয়েছেন। অন্যদিকে জনসাধারণের পক্ষ থেকেও সনৎ সেনের পরিচালনায় একই ঠাকুরে পৃথকভাবে মাটি দেওয়া হচ্ছে। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' মারফৎ বিন্তমাতার ভ্রূণ হত্যার খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মীমাংসার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ, ৩১ অকটোবর—৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের সুকী-সাগরদীঘি-রঘুনাথগঞ্জ লিঙ্ক রোডে গতকাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানার খোজারপাড়ায় বহরমপুরগামী একটি বাস থেকে দক্ষিণপাড়ার বাসেদ সেখ নামে একজন সি পি এম সমর্থককে ২৪/২৫ জন আর এস পি সমর্থক বলপূর্বক নামিয়ে প্রকাশ্যে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জর্জরিত করে। তাঁর সঙ্গী মহবুল সেখ ওই বাসেই সাগরদীঘি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

থানায় ছাত্র বিক্ষোভ

ধুলিয়ান, ২৭ অকটোবর—সামসেরগঞ্জ থানার বড় দারোগার হঠকারিতার ফলে গতকাল সাহেবনগর হাই স্কুলের ছাত্র অভিভাবকরা মিলিতভাবে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে থানার সামনে অবস্থান করেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, স্কুলের কাছে একটি পানের দোকানে জনৈক শিক্ষকের সঙ্গে দোকানদারের বচসা হয় এবং দোকানদার শিক্ষককে প্রহার করে। ছাত্ররা প্রতিবাদ জানাতে গেলে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খবরদারির মাশুল

বহরমপুর, ৩১ অকটোবর—বেতার যন্ত্রে কেবলমাত্র সরকারী খবর ছাড়া বন্যা সংক্রান্ত কোন সংবাদ পাঠানো চলবে না—রাজ্য সরকারের এই নির্দ্দেশ অমান্য করে এখানকার যে সমস্ত ওয়ারলেস অপারেটার বেতারে এম এল এ ও এম পি-দের সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যার খবর পাঠাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, রাজ্য পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল নাকি তাঁদের ওপর ভীষণ চটেছেন। ওই সমস্ত ওয়ারলেস অপারেটারদের মাইনে থেকে 'অপরাধের শাস্তি' হিসেবে মোটা টাকা কাটা যাবে বলে ওয়াকিবহাল মহল আশঙ্কা করছেন। বেতারে জেলার বন্যার খবর পাঠানো সত্ত্বেও মহাকরণে পাঁচদিন মুর্শিদাবাদের সেই সমস্ত খবর চেপে রাখা হয়েছিল বলে রাজ্যের কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সম্প্রতি যে অভিযোগ তুলেছেন, পরবর্তী ব্যবস্থা তারই বিরূপ প্রতিক্রিয়া বলে অনুমান করা হচ্ছে।

গঙ্গাভাঙনে ক্ষয়ক্ষতি

অরঙ্গাবাদ, ৩১ অকটোবর—সুতী ও সামসেরগঞ্জ এলাকায় সাম্প্রতিক গঙ্গাভাঙনে ৮০টি বাড়ী গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়েছে। গতকাল এ খবর দিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে জানিয়েছেন, গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধ বিভাগ বাঁশের খাঁচার মধ্যে পাথর ফেলে ভাঙন প্রতিরোধের চেষ্টা চালাচ্ছেন। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে মহকুমা শাসক জানান সাম্প্রতিক বন্যায় এই মহকুমার ৯০২৫টি বাড়ী ধ্বংস, ৪৫৬৮টি বাড়ী ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ১১০৮০টি বাড়ী আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্য সরকার ওই তালিকার ভিত্তিতে অনুদান মঞ্জুর করবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

নির্লজ্জ বৈসাদৃশ্য

গত সপ্তাহে এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'হাসপাতাল নৈশক্লাবে রূপান্তরিত?' শীর্ষক জিজ্ঞাসাসূচক সংবাদটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ' ২০ অক্টোবর রাত্রে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালটি হাসপাতালের প্রচলিত নিয়ম ভাঙ্গিয়া নাকি নৈশক্লাবে রূপান্তরিত হইয়াছিল। 'হসপিটাল, সাইলেনস প্লিজ'—উপদেশটির তোয়াক্কা না করিয়া কয়েকজন ডাক্তার এবং নারসের পরিচর্যায় হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার সংলগ্ন কক্ষটি উজ্জ্বল আলোর ল্যানসেটখানি নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং ভোজন-বাঞ্জনের নির্গলিত নির্যাস হাসপাতালের আবহাওয়াকে ভারী করিয়া তুলিয়াছিল—ইহার বুঝি তুলনা নাই। শোনা যাইতেছে, সেই নৈশভোজনের থালায় রোগীদিগের জন্য বরাদ্দ খাদ্যদ্রব্যের কিয়দংশ নাকি স্থান পাইয়াছিল ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই লজ্জা ঢাকিবার কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। রোগকাতর মানুষের মুখের গ্রাস যাঁহারা এমনি করিয়া কাড়িয়া খান, তাঁহাদিগকে দেশের মানুষ কি বলিবেন, তাহা দেশের মানুষই জানেন।

সংবাদে আরও প্রকাশ যে, হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ কেরোসিন তৈলও নাকি সংশ্লিষ্ট উৎসবে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। বাজারে, বিশেষ করিয়া এই বন্যার বাজারে কেরোসিন তৈল যখন একান্তই দুর্লভ, তখন তাঁহারা রোগীদিগের বরাদ্দ তৈলের সদ্ব্যবহার করিয়া বসিলেন আমোদ-স্ফূর্তির জন্য—ইহাও কি মার্জনীয় অপরাধ? কিছুদিন পূর্বে আমরা এই মর্মে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, কেরোসিনের অভাবে এই হাসপাতালের অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতিগুলি 'বয়েল' করা সম্ভব হইতেছে না। হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের জরুরী প্রয়োজনে কেরোসিন অপরিহার্য; কিন্তু কেরোসিনের অভাব অনেক সময় রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলে বলিয়া কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন। আবার তাঁহারাই সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে সেই কেরোসিনের অপচয় করিয়া থাকেন। কথায় ও কাজে ইহা এক ধরনের অদ্ভুত পরস্পরবিরোধী সমন্বয়—যাহা কেবলমাত্র বহু দোষে দুষ্ট জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালেই সম্ভব।

রোগীর সেবায় উৎসর্গ-প্রাণ, সুশিক্ষিত চিকিৎসক ও সেবিকাগণ কর্তব্য পালন করিতে আসিয়া এরূপ হীনম্মন্যতার শিকার হন এবং সমস্ত নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করিয়া হাসপাতালকে নৈশক্লাবে রূপান্তরিত করেন—ইহা ভাবিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়, বিবেকে বাধে, বিশ্বাস করিতে মন চাহে না। তবু অভিযোগ যখন উঠিয়াছে, তখন তদন্ত এবং শাস্তিবিধান অবশ্যই প্রয়োজন। জনসেবার নামে আত্মসেবা কোন মতেই বরদাস্ত করা উচিত নহে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জঙ্গিপুরের বিজয়া দশমী

শ্রীসত্যনারায়ণ ভকতের 'উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ' পর্যায়ে 'জঙ্গিপুরের বিজয়া দশমী' শীর্ষক রচনাটি ভাল লাগল। এ প্রসঙ্গে আরও কিছু তথ্য, যা বাদ পড়েছে, প্রকাশ করা যায়। যেমন— ১) নদী ভাঙ্গনে লুপ্ত হবার আগে ধুলিয়ানের গঙ্গায় বিজয়া একাদশীতে নৌকা বাইচ ও প্রতিযোগিতা হতো। ২) রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরের গঙ্গাবক্ষে দশমীর দিন পানসী বাইচের আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা উঠে গেছে। ৩) আগেকার দিনে 'পেটকাটি'-র সঙ্গে 'মহবিল' (স্থানীয় ভাষা) দিয়ে তারপর অন্য প্রতিমা বিসর্জন হলেও পেটকাটিসহ সমস্ত প্রতিমাই সূর্যোদয়ের পূর্বে জলে ফেলা হতো—বেলা দশটা পর্যন্ত ঘাটে ঘাটে মায়ের দর্শনদান ও প্রণামীর সওদা করে বেড়ানোর প্রচলন সেবাইতরা করেছেন বছর কুড়ি/পঁচিশ আগে থেকে। ৪) আগে সাঙ্‌রা (স্থানীয় নাম) নৌকা করে আলকাপ গানের দল বাইচ করত। এখন সেটা উঠে গেছে তার বদলে মাইক খাটানো খোলা নৌকায় অধিক বেলা পর্যন্ত দেখা যায় বেসরম ড্যান্স। ৫) রঘুনাথগঞ্জ শ্মশান ঘাটের সামনে পেটকাটি বিসর্জন হয়। কিংবদন্তী—ঐ খানে নদীতলে মায়ের মন্দির আছে।

ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে গাঙ্গেয় বন্যা

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফিরে যাই গঙ্গায়। চেনা দরকার কেমন নদী এই গঙ্গা? ভারতের তিনটি বৃহত্তম নদী হিমালয় সঞ্জাত। সিন্ধু (২৭৩৫ কিঃ মিঃ), ব্রহ্মপুত্র (২৭০৩ কিঃ মিঃ) ও গঙ্গা (২৪২৭ কিঃ মিঃ)। সিন্ধু অল্প পরে ঢুকেছে পাকিস্থানে। পাঞ্জাবের উপর দিয়ে তার পঞ্চ উপনদী প্রবহমান। বৃষ্টির অতিরেক কদাচই তার উপর আসে বলা যায়। ব্রহ্মপুত্র সে তুলনায় একটি ভয়ঙ্কর নাম। বেশির ভাগ পথ পাহাড়ে পাহাড়ে চলায় তার গতিও তীব্র রকেটোপম। রক্ষে এই যে তিব্বতেই পড়ে আছে তার অধিকাংশ দৈর্ঘ্য। অরুণাচল ও আসাম মাত্র দুটি ভারতীয় প্রদেশ তার যাত্রা পথে পড়ে। যখন ঢল নামে তখন আর রক্ষে থাকে না। এর উপনদী তিস্তাই কম কিসে?

তবু গঙ্গা গঙ্গাই। আর গঙ্গাকে একটি নদী না বলে নদীগোষ্ঠীর একটি নাম বলাই বোধ হয় সঙ্গত। দুটি পর্বতমালার মধ্য সমভূমির অনিবার্যতা রয়েছে গঙ্গার জন্মে। বিন্ধ্যাচল থেকে জাত যাবতীয় উত্তর-পূর্ববাহী নদী অন্যদিকে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হিমালয়ের গা থেকে দক্ষিণ-পূর্বগামী নদীরা সমস্ত মিলেছে গঙ্গায়। পিছন পিছন ধাওয়া করে যমুনা মিশলো এলাহাবাদে। ডাইনে বাঁয়ে কোশী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, চম্বল, বেতোয়া পুনপুন, শোন রাশ-ভারী ফিচেল নানারকম তাদের ঠিক সংখ্যা কত কে জানে?

সমভূমির উপর দিয়ে গঙ্গাই চলেছে সবচেয়ে বেশী রাস্তা। কেমন সমভূমি? যে কোন রিলিফ ম্যাপ বলে দেবে গাঙ্গেয় অববাহিকার ভূমিতল কতখানি সমুদ্রতলের সমীপবর্ত্তী। পৃথিবীর যে কটা নদীর অববাহিকায় এরকম আশঙ্কাজনক নিম্নতা রয়েছে তার মধ্যে চীনের হোয়াং হো, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন, উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি, সিন্ধু নদের কথা উল্লেখ-যোগ্য। নদীর জল এককালীন উচ্ছ্বসিত করে দিতে বর্ষাই সবচেয়ে বেশি সক্ষম। সেই বৃষ্টির ঐশ্বর্য্যে গাঙ্গেয় অববাহিকাই শ্রেয়তম। সমভূমিত্বের কথা এত করে বলার কারণ এই যে জল তীর ছাপালে সহজেই তা বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে যেটা পার্বত্য নদীতে কদাচ ঘটে।

আপাতদৃষ্টিতে গঙ্গা উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দিয়ে বাংলা-দেশ ও বঙ্গোপসাগরে পড়ছে কিন্তু ব্যাপক-বীক্ষায় উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, নেপাল ও পশ্চিমবঙ্গ এতগুলি প্রদেশ বা দেশের পর্বত বা মৌসুমী প্রসূত বিপুল জলবহনের দায় শেষ পর্যন্ত পড়ছে গঙ্গার উপরেই।

(চলবে)

সামসেরগঞ্জে ডাকাতি

ধুলিয়ান, ৩০ অক্টোবর—সামসেরগঞ্জ থানার হীরানন্দপুর গ্রামে ২৬ অক্টোবর রাত্রে সাওকাত আলি নামে একজন বিড়ি ব্যবসায়ীর বাড়ীতে সশস্ত্র ডাকাতি হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে ১৬।১৭ জনের সশস্ত্র ডাকাত দল বোমা ফাটাতে ফাটাতে দরজা ভেঙ্গে বাড়ীর ভিতর ঢোকে এবং গহনা, জিনিসপত্র ও নগদে প্রায় ৫ হাজার টাকা লুঠ করে। পালাবার সময়ও তারা বোমা ফাটায়। ডাকাত দলের বোমা ও লাঠির আঘাতে গৃহ-স্বামীসহ ৫ জন জখম হন। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গতকাল রাত্রে সুতী এলাকা থেকে চারজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

'স্বৈরাচারীর প্রত্যাবর্তন'

সাগরদীঘি, ৩১ অক্টোবর—সম্প্রতি সাগরদীঘি যুব সম্মিলনী পাঠাগারের কার্যকরী সমিতি ভেঙ্গে দিয়ে সি পি এম-এর লোকজন নিয়ে একটি এ্যাড-হক কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাজারে এ ব্যাপারে বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে বামফ্রন্টের এই কার্যকলাপকে অবৈধ গণ্য করে এখানে 'কংগ্রেসের মত স্বৈরাচারীর প্রত্যাবর্তন ঘটেছে' বলে অভিমত পোষণ করছেন।

আরও বলে, প্রতিমা ঐখানে আপনা থেকে ঝুঁকে জলে পড়ে যান। কিন্তু দিবালোকে এ ঘটনা আর দৃশ্যমান নয়। পেটকাটির পাট আর ফিরিয়ে নেওয়া হয় না—প্রতি বৎসর নূতন পাটে মায়ের প্রতিমা গড়া হয় এবং শ্মশানের মাটি লাগে প্রতিমা গড়তে। এটা তার বৈশিষ্ট্য। —হরিলাল দাস, রঘুনাথগঞ্জ

বৈদ্যুতিক খুঁটি চুরির চেষ্টা

সাগরদীঘি, ৩১ অকটোবর—মনিগ্রাম পাকা সড়কের ধারে তালবোনা পুকুরের পাড়ে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ত্রিশ ফুট লম্বা শালকাঠের একটি নতুন বৈদ্যুতিক খুঁটি ছিল। গ্রামের কাঠ পাচারকারীরা খুঁটিটিকে ২৫ অকটোবর রাত্রে চুরি করে তিন খণ্ডে কেটে মনিগ্রাম সংরক্ষিত বনে লুকিয়ে রাখে বলে খবর। প্রকাশ, পরদিন সন্ধ্যায় দুর্বৃত্তরা খণ্ড খুঁটিটিকে পাচার করার চেষ্টা করলে একজন গ্রামবাসী বিভাগীয় কর্মচারীদের খবর দেন। টেলিফোনে সাগরদীঘি গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়। খুঁটিটি আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ফরাক্কায় জেলে গ্রেপ্তার

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৩০ অকটোবর—ফরাক্কা ব্যারেজের নিষিদ্ধ এলাকা ৫০০ গজের মধ্যে গঙ্গায় মাছ ধরার অভিযোগে গতকাল ৬ জন জেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কয়েকটি নৌকাও আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ঃ সাগরদীঘি থানার বোথারায় জাগালদার নেতাকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগে কয়েকজনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরোয়। ধরা না দেওয়ায় তাঁদের মধ্যে ৬ জনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং ৭ জন আত্মসমর্পণ করেছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

লরি চাপা পড়ে মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ২৯ অকটোবর—এই থানার জেহেলীনগরের বিধুভূষণ দাস (৬০) নামে একজন গ্রামবাসী গতকাল সকালে সাইকেলে করে চাল নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে জাতীয় সড়কের উমরপুর মোড়ের কাছে কলকাতাগামী একটি লরি চাপা পড়ে নিহত হন। চালকসহ লরিটি আটক করা হয়েছে।

ব্লক কংগ্রেস কমিটি

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ অকটোবর—সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ও সুতী ১ নম্বর ব্লক কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকে রবীন্দ্রকুমার পণ্ডিত, আমীর আলি ও অসীম ব্যানার্জি এবং সুতী ১নং ব্লকে বৈদ্যনাথ তেওয়ারী ও মোজাম্মেল হক। কংগ্রেসের তরফ থেকে এ খবর জানানো হয়েছে।

খেলার খবর

সাগরদীঘি, ১ নভেম্বর—সাগরদীঘি স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশন-এর স্থগিত ফুটবল টুর্ণামেন্ট (১৯৭৮) শুরু হচ্ছে আগামী ১৩ নভেম্বর থেকে। অভূতপূর্ব বন্যা পরিস্থিতির জন্য টুর্ণামেন্ট স্থগিত রাখা হয়েছিল। জানানো হয়েছে, বিভিন্ন অসুবিধার জন্য নতুন ফিক্সচারে চারটি দলকে বাদ দিয়ে খেলার সংখ্যা কমান হয়েছে। রাজ্যের ছয়টি জেলার (বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা, নদীয়া, কলকাতা) মোট বারোটি দল এই টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ করছেন। চতদিকে জনসাধারণের মধ্যে এ ব্যাপারে দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দর্শনী হিসেবে যে টাকা আদায় হবে, তার উদ্বৃত্ত অংশ মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে দান করা হবে বলে এই সংস্থার কর্মকর্তারা ঘোষণা করেছেন।

ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৮ অকটোবর—ঠিক এক মাস পর বি এ কে লুপ লাইনে কামরূপ এক্সপ্রেস বাদে অন্যান্য ট্রেন চলাচল গতকাল থেকে স্বাভাবিক হয়েছে। কামরূপ এক্সপ্রেস শিগ্‌গির চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২৭ সেপটেম্বর রাত্রে রাজ্যের ১২টি জেলায় বিধ্বংসী বন্যার তাণ্ডব শুরু হওয়ার ফলে ২৮ সেপটেম্বর থেকে ট্রেন চলাচল দারুণভাবে ব্যাহত হয়। অনেক জায়গায় রেললাইন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে এত দেরী হয়। এখন ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হওয়ায় ডাক চলাচলও স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

জাতীয় সেবা প্রকল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা: জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের ৩২ জন স্বেচ্ছাসেবক ৭ অকটোবর থেকে ১৭ অকটোবর পর্যন্ত কান্দীর জি সি হাসপাতালে একটি শিবির স্থাপন করে বন্যাদুর্গতদের সেবা করেন। কিছুদিন আগে তাঁরা সাগরদীঘিতে একটি শিবির স্থাপন করে বিভিন্ন গ্রামে কলেরার ইনজেকসন ও টীকা দেন।

বন্যাত্রাণে সাহায্য ঃ সাগরদীঘি ব্লকের ফুলসহরী মিলন সমিতির সদস্যরা জেলার বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য বন্যেশ্বর অঞ্চল প্রধানের হাতে ৮৫ টাকার দান তুলে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

'প্রধান অতিথি ছিলাম না'

জঙ্গিপুর ডাকঘরসমূহের পরিদর্শক অম্বুজাক্ষ মুখোপাধ্যায় ২৫ অকটোবর জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত 'ডাকঘর বানচালের অপচেষ্টার নিন্দা' শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ করে জানিয়েছেন, 'উক্ত সংবাদে অল ইণ্ডিয়া পোষ্টাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের গত ২২ অকটোবরের সভায় আমার প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করার কথা পরিবেশিত হয়েছে, যা আদৌ সত্য নয়। আমি ঐ ইউনিয়নের নেতাদের লিখিত ও মৌখিক ঐকান্তিক আমন্ত্রণে ঐ সভার প্রকাশ্য অধিবেশন কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেছিলাম মাত্র; কিন্তু ইউনিয়নের ঘরোয়া সভায় কি কি বিষয় আলোচিত হয়েছে তা জানি না —জানার কথাও না। অতিরঞ্জিত ও বিকৃত সংবাদ বিভিন্ন মহলে অহেতুক বিভ্রান্তি ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রেও তা হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।'

সংবাদদাতার বক্তব্য ঃ অতিরঞ্জিত ও বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে বিভ্রান্তি ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টির জন্য দায়ী পোষ্টাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভার জনৈক অত্যুৎসাহী উদ্যোক্তা। তিনিই ওই সভার সভাপতি ও প্রধান অতিথির নাম এবং অন্যান্য তথ্য উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান।

কর্মখালি

জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য (ক) একজন যোগ্যতাসম্পন্ন, টাইপ জানা অভিজ্ঞ স্থায়ী করণিক আবশ্যক। (খ) একজন বি, এস-সি, শারীর শিক্ষায় শিক্ষণপ্রাপ্ত ডেপুটেশন ভেকান্সীতে আবশ্যক। বেতন জি-এ রুলস্ অনুযায়ী। সাতদিনের মধ্যে প্রশাসকের নিকট আবেদন করুন।

ডেপুটেশন ভেকান্সীর প্রার্থীর ইন্টারভিউ ৮-১১-৭৮ বেলা ৩টায়।

প্রধান শিক্ষক,
জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়,
পোঃ জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

গোয়ালাদের অত্যাচার

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিস সংলগ্ন মাঠে বালিঘাটার গোয়ালারা গরু মোষ দিয়ে শাকসব্জী, ফুলগাছ, বীচালি ইত্যাদি খাইয়ে দেওয়ায় সকলে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। বার বার সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও ফল হয় নি। তাই নতুন করে কোন চারা লাগানো যাচ্ছে না বলে এই সংবাদদাতার কাছে অভিযোগ করা হয়েছে।

বহরমপুর—কলকাতা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
স্থান পরিবর্ত্তন : রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

শ্রীগুরু হোমিও হল
ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়।

শিক্ষক আবশ্যক
স্কুল ফাইন্যাল অথবা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ টাইপরাইটিং এ বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে কেরাণী পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। দরখাস্ত দাখিলের শেষদিন ১৬/১১/৭৮। প্রধান শিক্ষক, বন্যেশ্বর বি সি হাই স্কুল, পোঃ দক্ষিণগ্রাম সাবিত্রী, জেলা মুর্শিদাবাদ।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

দলবাজির অভিযোগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৩৫টি ভুয়া জি আর টোকেন এই গ্রামে ধরা পড়েছে। এই ব্লকের কংগ্রেস (আই) প্রধান গ্রামগুলিতে উপযুক্ত পরিমাণ ত্রাণ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠছে।

বি ডি ওর কাছে সব অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কারো বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে গ্রামবাসীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ফরাক্কা থেকে পাওয়া অভিযোগে জানা গেছে জিগরী গ্রামে ত্রাণ বণ্টন নিয়ে সি পি এম সদস্য প্রকাশ্যভাবে দলবাজি করেছেন। সি পি এমের নির্বাচিত সদস্যরা ব্লক অফিসে খুঁটি গেড়ে বিরোধী দলের নির্বাচিত সদস্যদের ত্রাণের ব্যাপারে কোনরকম মাথা গলাতে দেননি। তাঁদের তালিকাও বাতিল করা হয়েছে। কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীদের কংগ্রেসীদের ভোট দেওয়ার অপরাধে পর্যাপ্ত ত্রাণ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। শাস্তি হিসেবে মাথা মুড়িয়ে চুন-কালি মাখিয়ে গ্রাম ঘোরানো হয়েছে। সামসেরগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন এলাকাতেও সি পি এমের কর্মীরা ত্রাণ বণ্টনে চরম স্বেচ্ছাচার চালিয়েছেন বলে জানা গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদের প্রাপ্য ত্রাণ না দিয়ে তা নিয়ে প্রকাশ্যভাবে দলবাজি করা হয়েছে। ব্লকের সাত-আটটি গ্রামে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ব্লক কমিটি দলবাজির দৃষ্টান্ত স্থাপনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কাঞ্চনতলা অঞ্চল প্রধানের (ডানপন্থী নির্দল) জি আর বণ্টন তালিকা অনুযায়ী কাজ করা হবে না। সেখানে সি পি এম যা করবে তাই সকলকে মেনে নিতে হবে, পরোক্ষভাবে এই নির্দেশই কার্যকর করা হয়েছে।

সাগরদীঘির হরহরি, মনিগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে ত্রাণ বণ্টন নিয়েও সি পি এম কর্মীরা দলবাজি করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

সমস্ত অভিযোগের কথা জেনেও স্থানীয় প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্তারা নীরব থাকছেন, কোনরকম তদন্ত হচ্ছে না। অথচ মহকুমার জনমত মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে ত্রাণসামগ্রী বণ্টনে সমস্ত গুরুতর অভিযোগগুলির প্রকাশ্য তদন্ত দাবি করছেন। তাঁদের মধ্যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠছে।

থানায় ছাত্র বিক্ষোভ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দোকানদার হেঁসো নিয়ে তাদের তাড়া করে। আরো ছাত্র এসে পড়লে সে একটি রাজনৈতিক দলের আখড়ায় আশ্রয় নেয় এবং তাদের সহযোগিতায় থানাকে প্রভাবিত করে বলে অভিযোগ। বড় দারোগা এসে দোকান বন্ধ করে দিয়ে ঘটনাস্থলে তদন্ত না করেই ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে অসম্মানজনক ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ। আরো অভিযোগ থানার দারোগা নাকি অপমানিত শিক্ষককে হাজতে ঢুকাবার হুমকি দেন। ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় তারই প্রতিবাদে।

রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গিয়ে সেখানকার পুলিশকে খবর দেন। টেলিফোনে সাগরদীঘি পুলিশের কাছে খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। আহত বাসেদ সেখ জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তির পর মারা যান। পুলিশ সূত্রের এই খবর অনুযায়ী এই হত্যাকাণ্ডকে পুরনো ঝগড়ার জের বলে সন্দেহ করা হলেও স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা, জাগালদারি নিয়ে রেষারেষির ফলে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। গ্রামে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বিদ্যমাতার মূর্তি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। উভয় পক্ষই চান তাঁদের ঠাকুর বেদীতে উঠবেন। খবর পাওয়া গিয়েছে, এক পক্ষ মেলা প্রাঙ্গণে ১৪৪ ধারা জারির আবেদন জানিয়েছেন। মীমাংসার জন্য মহেশপুর রাজবাড়ীতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বসছে। তাতেও সুরাহা না হলে ব্লক মারফৎ এবার বিদ্যমাতার পূজো সমাধা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

পাইপগানসহ ডাকাত ধৃত

ধুলিয়ান, ১ নভেম্বর—গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সামসেরগঞ্জ পুলিশ গতকাল ধুলিয়ানের একটি চায়ের দোকান থেকে কুখ্যাত ডাকাত ভরত সিং ও তার তিনজন সাকরেদকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ডাকাতদের কাছ থেকে গুলিভর্তি একটি পাইপগান উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের এই খবরে বলা হয়েছে, ডাকাতি করতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ডাকাতরা ওই দোকানে জড়ো হয়েছিল।

পরীক্ষায় বৈষম্য ?

সাগরদীঘি, ২৪ অক্টোবর—খবরে প্রকাশ, সাগরদীঘি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বিগত মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করেছে, তাদের 'নিয়মিত ছাত্রছাত্রী' হিসেবে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হচ্ছে না। তাদের 'প্রাইভেট' হিসেবে পরীক্ষা দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। অপরদিকে মিরজাপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের 'নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী' হিসেবে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। সাগরদীঘি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্কুলে পরীক্ষায় বৈষম্যের দরুণ ক্ষুব্ধ হয়েছে।

কার্যকরী সমিতি গঠন

শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের নতুন কার্য্যকরী সমিতি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় গঠিত হয়েছে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন জগদিন্দু সান্যাল ও মদনমোহন সাহা।

বিজ্ঞপ্তি

আমি হাজি মহবুল্লা সেখ সাং জরুর থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ এতদ্দ্বারা আমার পৌত্র ও জনসাধারণকে জানাইতেছি যে, গত ইং ২৫/২/৭৪ তারিখে আমার জমি-জমা ও ঘর-বাড়ী যাহা আমার পৌত্র ১। সামশুল জোহা ২। সগির সেখ ৩। দবির সেখ ৪। কালু সেখ কে (দলিল নং ২৫২৭) এ হেবানামা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা উল্লিখিত শর্তানুযায়ী ব্যবহার না করায় ও সম্পত্তির দখল না লওয়ায় গত ৩০/১০/৭৮ তারিখে হেবানামা রদ বা রিভোকেশন (দলিল নং ৭৫৬৫ করিলাম। আজ হইতে উক্ত সম্পত্তিতে আমার পৌত্রগণের কোন অধিকার রহিল না।

বন্দুক বিক্রয়

একটি সুন্দর দোনলা বিলাতী বন্দুক (খুব ভাল অবস্থায়) বিক্রয় করা হইবে। অনুসন্ধান করুন : শ্রীগঙ্গাধর সিংহরায়, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)।

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে গেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।